প্রযোজনা ও
সঙ্গীত পরিচালনা
অসীমা ভট্টাচার্য

CHOWRINGHEE
20.9.68

কাহিনী / শংকর

পরিচালনা
পিনাকী মুখার্জী

পাম্পি ফিল্মস্ এর নিবেদন

চৌরঙ্গী

চৌরঙ্গী

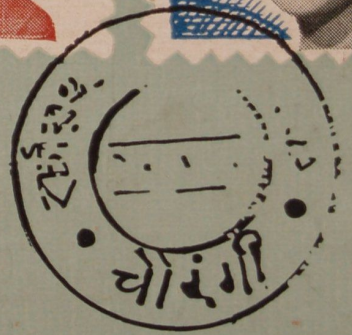

চৌরঙ্গী

পম্পি ফিল্মস্ এর নিবেদন

শংকর রচিত এই দশকের বহু আলোচিত উপন্যাসের অবিস্মরণীয় চিত্ররূপ।

প্রযোজনা ও সঙ্গীত . অসীমা ভট্টাচার্য

পরিচালনা . পিনাকী মুখার্জী

উত্তমকুমার
বিশ্বজিৎ
শুভেন্দু
সুপ্রিয়া
অঞ্জনা

উৎপল দত্ত
দীপক মুখার্জী
তরুনকুমার
ভানু
জহর রায়
হারাধন
বঙ্কিম
প্রশান্তকুমার
দিপ্তী রায়
জেনী বোম্বে

অন্যান্য চরিত্রে :—প্রসাদ মুখোপাধ্যায়॥ ইলোনা বনব্রাষ্ট॥ সুখেন দাস॥ কিরণময় লাহিড়ী॥ জয়শ্রী সেন॥ শ্যাম লাহা॥ পঞ্চানন ভট্টাচার্য॥ কমল মিশ্র॥ প্রশান্ত চ্যাটার্জী॥ বীরেন রায়॥ নাইজেল জোন্স॥ মাষ্টার ম্যান॥ মিঃ বক্সী॥ ক্রিষ্টেল দাস॥ জে, মার্টিসন॥ বাদল চ্যাটার্জী॥ ইরামন গার্ড॥ মিহির পাল॥ মিসেস জয়েসি॥ মিঃ জার্ডিন॥ পঙ্কজ চ্যাটার্জী॥ তপন ব্যানার্জী

এবং আরও অনেকে।

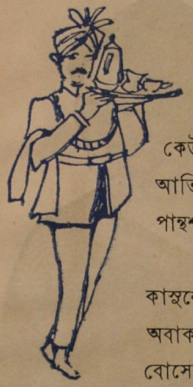

কাহিনী

কেউ বলে এসপ্ল্যানেড, কেউ বলে চৌরঙ্গী। সেই চৌরঙ্গীরই বুকে আভিজাত্য ও গর্বের জয়টীকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচ্যের প্রাচীনতম পান্থশালা, কলকাতার হোটেল চূড়ামণি-শাজাহান হোটেল।

এই হোটেলে চাকরি নিয়ে এল বারওয়েল সায়েবের বাবু কাসুন্দের শংকর। অসংখ্য মানুষের আনাগোনায় প্রাণদীপ্ত শাজাহান। অবাক করে শংকরকে। আলাপ হয় সত্যসুন্দর বসু ওরফে স্যাটা বোসের সঙ্গে। সত্যসুন্দরদা বলেন, পৃথিবীকে দেখবার এমন আশ্চর্য সুযোগ তুমি কোথাও পাবেনা।" আশ্চর্য মানুষ এই স্যাটা, হোটেলের সব জানেন। আদরে আপ্যায়নে, কথায় বার্তায়, উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগে সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে স্যাটা অদ্বিতীয়। বোসদার সুনজরে পড়ে যায় শংকর।

কত রকমের মানুষ নিয়ে এই শাজাহান হোটেল, অবাক হয়ে যায় শংকর। হোটেলের ম্যানেজার মার্কো-পোলোর ইতিহাস, গভীর বেদনা ও বঞ্চনার ইতিহাস। এই হোটেলেই পরিচয় হয় কোটিপতি মাধব পাকড়াশীর

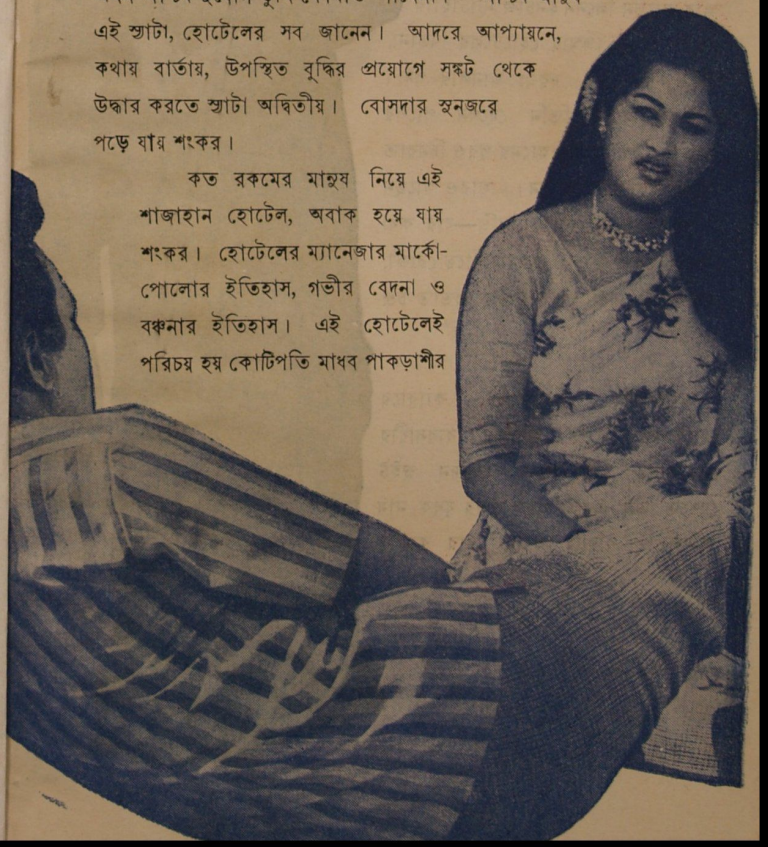

স্ত্রী মিসেস পাকড়াশীর সঙ্গে। যিনি দিনেরবেলায় আসেন স্বামী ছায়া স্বরূপিনী, রাত্রিকালে তিনি গোপন অভিসারের জন্য হোটেলের সুইট ভাড়া করেন।

এই হোটেলেই যাতায়াত করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আগরওয়ালা। তাঁরই গেষ্ট-হাউসের হোষ্টেস করবী।

আর আছেন লিনেন ইনচার্জ ন্যাটাহারি বাবু। তাঁরই জিম্মায় হোটেলের বিছানা, বালিশ, তোয়ালে, দরজা জানলার পর্দা। সবকিছুর মধ্যেই তিনি দেখেন পাপের বীজাণু। সকালে গঙ্গাস্নানের পরও দিনরাত নিজের হাত ধুয়ে ফেলেন। আরও আছেন বিচিত্র চরিত্র ফোকলা চ্যাটার্জি—যার কথা বেশী না বলাই ভাল। যেমন আছে রোজী, গুড়বেড়িয়া এবং ব্যাণ্ড মাষ্টার প্রভাত চন্দ্র গোমেজ।

লাঞ্চপার্টি, ব্যাংকোয়েট, ক্যাবারে হোষ্টেসের নিভৃত সান্নিধ্যে ব্যবসায়ীর লেনদেনের মধ্যে হঠাৎ একদিন সুইট দেখতে এল একটি সহজ সুন্দর যুবক নাম অনিন্দ্য। পরিচয় হলো তার করবীর

সঙ্গে। সুরু হলো আর এক বিচিত্র নাটক —যার মধ্যে জড়িয়ে পড়লো অনেকে। শংকরও বাদ গেল না। পাকড়াশী সাম্রাজ্যের যুবরাজ অনিন্দ্য ভালবেসেছে করবীকে। কিন্তু মিসেস পাকড়াশী কী তাঁর একমাত্র ছেলের বউ হিসেবে হোটেলের এক হোষ্টেসকে ঘরে আসতে দেবেন? কিছুতেই নয়। এই দ্বন্দের শেষ হবে কেমন করে?

হোটেলে মাঝে মাঝে আসেন হাওয়াই জাহাজের হোষ্টেস সুজাতা মিত্র। স্যাটা বোস বলতেন, অতিথিদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলবে। মনে রাখবে তোমার এবং তোমার অতিথির মধ্যে একটা কাউণ্টার রয়েছে। কিন্তু এবার কী হলো তাঁর?

পৃথিবী-হোটেলের প্রতীক যেন শাজাহান হোটেল। মানুষের ভিতরও বাইরের ভাল এবং মন্দ এক অপরূপ আভায় রঙীন হয়ে ওঠে শাজাহান হোটেলের রঙ্গমঞ্চ। দিন-রাত্রির বহু দুঃখ, শোক, আনন্দ, উৎসব, কামনা, লোভ, গ্রহণ ও ত্যাগের ইতিহাস তৈরী হচ্ছে শাজাহান হোটেলের অভ্যন্তরে। তারই পরিচয় পাবেন রূপালী পর্দায়।

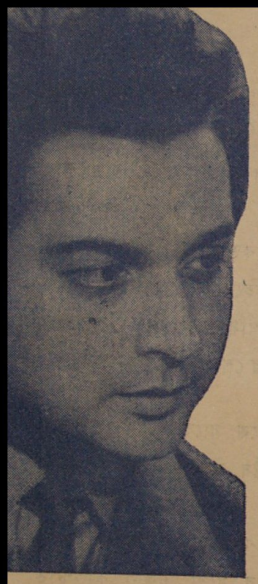

(১)

কথা—মিণ্ট ঘোষ।
শিল্পী—মান্না দে।

বড় একা লাগে এই আঁধারে
মেঘের খেলা আজ আকাশ পারে॥
সারাটি দিনের কাজে কি জানি কি ভেবে আমি
কেমনে ছিলেম ভুলে এই বেদনাকে
কে যে বলে দেবে এই আমাকে॥
এই তো ভালো ভাবি একা ভুলে থাকা
থাক্‌না পড়ে পিছে এই পিছু ডাকা
চেনা অচেনাতে থাক্‌না মিশে।

(২)

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।
কথা—মিণ্টু ঘোষ।

কাছে রবে, কাছে রবে,
জানি কোনদিন হবে না সুদূর॥
দূর আরও দূর যাবে এই পথ
শুধু এই ক্ষণ হবেনা সুদূর॥
জীবনের ভালো লাগা এসে
হৃদয়ের দ্বারে আজ মেশে
তাই সব কিছু যেন শুধু নীরবে বলে।
কি যেন নতুন এক ভাবের খেলায়
হৃদয় হারিয়ে গেছে রঙের মেলায়,
জীবনের এই পথে শেষে
বসন্ত এসে যাবে হেসে
এই গান এই ক্ষণ নীরবে বলে
কাছে রবে কাছে রবে
জানি কোনদিন হবে না সুদূর॥

(৩)

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শিল্পী—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই কথাটি মনে রেখো আমি যে গান গেয়েছিলাম॥
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় মনে রেখো;
শুক্‌নো ঘাসে শূন্য বনে আপন মনে অনাদরে
অবহেলায় গান গেয়েছিলাম, মনে রেখো॥
দিনের পথিক মনে রেখো—
আমি বলেছিলেম রাতে
সন্ধ্যা প্রদীপ নিয়ে হাতে;
যখন আমায় ওপার হতে গেল ডেকে
ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়
গান গেয়েছিলেম মনে রেখো
আমি যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।

(৪)

শিল্পী—মিঃ মার্ক।
কথা—Living Ston, Evans.

QUE - SERA - SERA
What will be, will be;
The future is not our's to see
QUE - SERA - SERA
What will be, will be—"

ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনায় ঃ বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য॥ আলোক-চিত্রে ঃ সুনীল চক্রবর্তী॥ বেনু সেন॥ শান্তি গুহ॥ সম্পাদনায় ঃ সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়॥ শিল্প-নির্দ্দেশে ঃ নারায়ণ দাস॥ ব্যবস্থাপনায় ঃ বাচ্চু দে॥ রমনী দাস॥ সাজসজ্জা ঃ কার্ত্তিক॥ বৈজু॥ রূপসজ্জা ঃ মুন্সীরাম॥ সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুণর্যোজনায় ঃ জ্যোতি চ্যাটার্জী॥ ভোলা সরকার॥ এডেল মুলান॥

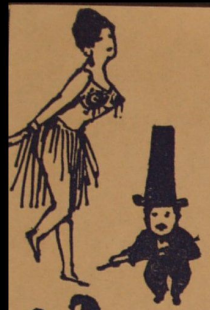

আঙ্গিক-পরিকল্পনা : দিলীপ ভট্টাচার্য ॥ আলোকচিত্র : দীনেন গুপ্ত ॥ শব্দগ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ, মৃণাল গুহঠাকুরতা, অনিল দাশগুপ্ত ॥ সম্পাদনা : কালী রাহা ॥ শিল্প-নির্দ্দেশ : সুধীর খান ॥ দৃশ্যপট : কবি দাশগুপ্ত ॥ প্রধান ব্যবস্থাপক : সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কর্মসচিব : শৈলেন দাস ॥ রূপসজ্জা : বসীর আহ্‌মেদ ॥ কেশবিন্যাস : পীয়ার আলি, কবরী ॥ সংগীত-গ্রহণ ও শব্দপুণর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ গীত-রচনা : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মিণ্টু ঘোষ, LIVING STON & EVANS চিত্রনাট্য ও প্রধান সহকারী পরিচালক : অমল সরকার ॥ প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র ॥ সহকারী : পিণ্টু দত্ত ॥ প্রচার-শিল্পী : অজিত গুপ্ত ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থির-চিত্র : ষ্টুডিও বলাকা ॥ প্রধান সংগীত ব্যবস্থাপক : অলোক নাথ দে ॥

নেপথ্য কণ্ঠে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥ মান্না দে ॥ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মিঃ মার্ক ॥

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

মণ্টুদি ॥ কৃষ্ণা ব্যানার্জী ॥ সৌরেন্দ্রনাথ বসু (টালীগঞ্জ ক্লাব) রামেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ইন্দ্রজিৎ মজুমদার ॥ দেব কুমার ॥ দেবজিৎ হালদার ॥ মিঃ বোস (নেমেলস্) ॥ রবীন গাঙ্গুলী ॥ গ্র্যাণ্ড হোটেলের কর্মীবৃন্দ ॥ দেবালী পিকচার্স ॥

॥ গ্র্যাণ্ড হোটেল ও টক্‌নীসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ॥

আলোক সম্পাতে : প্রভাষ ভট্টাচার্য্য ॥ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ॥ ভবরঞ্জন দাস ॥ কাশী ॥ অমূল্য ॥ হট ॥ নব ॥ রামবিলাস ॥ রামদাস ॥

রসায়নাগারাধ্যক্ষ : অবনী রায় ॥ তারাপদ চৌধুরী ॥ মোহন চ্যাটার্জী ॥

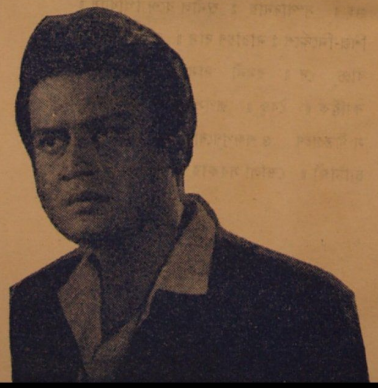

SYNOPSIS

In the posh area of Chowringhee, Calcutta's busy highway, ands the expensive, aristocratic Shahjehan Hotel—showpiece of ıe culture of modern Calcuttans against the background of rand old Calcutta.

At the reception desk of the Hotel, a new recruit Sankar nds a friendly Mr. Sata Bose who introduces him to the hotel-vorld.' What a world of people...inmates and visitors, staff members nd dancers—who are playing their roles in the drama of life.

Money and alcohol flow freely in Shahjehan Hotel. Men ınd Women from the high society frequent the exclusive night lub to see lavish cabarets and to be seen with each other. Businessmen strike their commercial deals over round of whisky ınd 4-course dinner. Intrigue and ivalry to secure business coups sets off ı chain of telling incidents.

In the hotel there are hard-hearted men like Agarwal, as also men like Sata Bose, P. C. Gomes and Marcopolo with gleanings of generosity. Men like Fokla Chatterjee come to the hotel to booze and gossip. And women like Mrs. Pakreshi ! Good boys like Aninda also come. Lovers meet. Hearts are broken—broken hearts are mended. There is disappointment and deceit. Self-sacrifice, goodness are also seen... in Karabi, Sujata, Rosy...countless other actors—of the drama of life of which CHOWRINGHEE is a reflection.

আমাদের পরিবেশনায় পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

বিদেশিনী, না
ভারতীয়া ?

বিদেশিনী, না ভারতীয়া

তীরভূমি

আমি কিন্তু ভারতীয়া'ই হ'তে
চাই।
আমার মা বিদেশিনী
বাবা ভারতীয়।
বিদেশে'ই
আমার জন্ম এবং
শিক্ষা। ভারতে
এসেছি ভারতীয়া
হ'ব বলে।

মাধবী, অনিল
বিকাশ
রুমা, মঞ্জু
রবি ঘোষ

কাহিনী/শচীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় /পরিচালনা/গুরু বাগচী

প্রযোজক/ চিত্রভারতী (প্রডাকসন) / পরিবেশক/ সপ্তর্ষি ফিল্মস

পাম্পি ফিল্মস্, ১৪৯, যোধপুর পার্ক, কলি-৩১ হইতে প্রকাশিত এবং
ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলি-১৩ হইতে মুদ্রিত।